গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
www.mole.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১৩.৯৯.২৪.১৪.৩২ তারিখ: ২২ মাঘ ১৪২৬
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়: **তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র: জনাব কাজী দ্রাকসিন্দা জবীন হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব কাজী দ্রাকসিন্দা জবীন, পিতা: কাজী মহিদুর রহমান, মাতা: মোসা: জেবন্নেসা বেগম, ঠিকানা: ৩১২, উঃ শাহজাহানপুর, ঢাকা ১২১৭ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০২ (দুই) পাতা।

৫-২-২০২০
জাহানারা বেগম
যুগ্মসচিব

জনাব কাজী দ্রাকসিন্দা জবীন, পিতা: কাজী মহিদুর রহমান,
মাতা: মোসা: জেবন্নেসা বেগম, ঠিকানা: ৩১২, উঃ
শাহজাহানপুর, ঢাকা ১২১৭

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১৩.৯৯.২৪.১৪.৩২/১(৩) তারিখ: ২২ মাঘ ১৪২৬
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, সচিব এর দপ্তর, তথ্য কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৫-২-২০২০
জাহানারা বেগম
যুগ্মসচিব

<u>তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্য</u>

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১।	(ক) "আই,এল,ও অনুযায়ী একজন শ্রমিকের কর্মঘণ্টা কতক্ষণ? যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন শ্রম আইনের অধিনে তাদের জন্য কোন ইনসুরেন্স/বীমার ব্যবস্থা আছে কিনা? শ্রমের মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? শ্রম আইনের অধীনে এর কোন শ্রেণী বিন্যাস আছে কিনা? জানতে চাই।"	**১ম অংশ:** আইএলও অনুসারে একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-১০০ অনুযায়ী একজন শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টা। তবে ধারা-১০৮ অনুযায়ী অধিকাল কর্মের জন্য সাধারণ হারের দ্বিগুণ হারে অতিরিক্ত ভাতা গ্রহণ সাপেক্ষে কোন শ্রমিক দৈনিক দশ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। একই আইনের ধারা ১০২ মোতাবেক: সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা: (১) কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে সাধারণত সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করবেন না বা তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। (২) ধারা ১০৮ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার অধিক সময়ও কাজ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সপ্তাহে উক্তরূপ কোন শ্রমিকের মোট কর্ম-সময় ষাট ঘণ্টার অধিক হবে না, এবং কোন বছর উহা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ছাপ্পান্ন ঘণ্টার অধিক হবে না। আরও শর্ত থাকে যে, কোন সড়ক পরিবহণ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কোন শ্রমিকের সর্বমোট অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা বছরে একশত পঞ্চাশ ঘণ্টার অধিক হবে না। একই আইনের ধারা ১০৫ মোতাবেক: কর্ম সময়ের সম্প্রাসরণ: কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময় এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যেন, ধারা ১০১ এর অধীন তাহার আহার ও বিশ্রামের বিরতি ব্যাতিত তা দশ ঘণ্টার অধিক সম্প্রারিত না হয়, তবে সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রদত্ত অনুমতির ভিত্তিতে এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। **২য় অংশ:** বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ অনুযায়ী, যেসকল প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০০ জন স্থায়ী কর্মচারী কর্মরত আছেন, সেখানে মালিক প্রচলিত বীমা আইন অনুযায়ী গ্রুপ বীমা চালু করবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। **৩য় অংশ:** বিভিন্ন সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরি বাংলাদেশ সরকার গেজেট আকারে ঘোষণা করেন। কয়েক বছর পর পর বিভিন্ন সেক্টরে পদভিত্তিক এ মজুরি ঘোষণা করা হয়। শ্রম আইনে সরাসরি মজুরিভিত্তিক কোন শ্রেণীবিন্যাসের উল্লেখ নেই।

	(খ) "শ্রমিকদের পেনশন/বার্ধক্যকালীন ভাতা দেয়ার ব্যাপারে সরকার ও কোম্পানি আইনের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? জানতে চাই।"	শ্রমিকদের পেনশন/বার্ধক্যকালীন ভাতা দেয়ার ব্যাপারে সরকার ও কোম্পানি আইন সম্পর্কিত কোন তথ্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নেই.
	(গ) "শিশু শ্রমের কোন আইন প্রনয়ণ করা হয়েছিল কিনা? করা হয়ে থাকলে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে এই আইন প্রয়োগের নথি পেতে চাই।"	শিশু শ্রমের কোন আইন প্রনয়ণ করা হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক এই তথ্য সরবরাহ করা হলো।

08/02/2020

(জাহানারা বেগম)
যুগ্মসচিব (বাজেট)
ফোন: ৯৫৭৫৫৮৭
Email: section3@mole.gov.bd